

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২৫, সাপ্তাহিক ২০ সেপ্টেম্বর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 20 Sept 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 25, Rs. 2

পুজোর আনন্দেও কেন মন খারাপ? কষ্টের ঢেউ সামলাবেন কীভাবে?



৪নিজস্ব প্রতিবেদন : পুজো আসছে,
চারদিকে আনন্দ;তবু সবার মন কি
সতিহি ভালো থাকে?

কেউ হাসছেন, ছবি তুলছেন,
উৎসবে মেতেছেন;আবার কেউ হয়তো
নিঃশব্দে লুকিয়ে রাখছেন নিজের মন

খারাপ।

কারও কাছে আনন্দ ক্ষণিকের,
আবার কষ্টটা যেন একটু বেশিই সময়
ধরে থাকে।

তাহলে এই কষ্ট কি সমুদ্রের ঢেউয়ের
মতো;আসবে, আছড়ে পড়বে, আবার

চলেও যাবে?

পুজোর মুখে মন খারাপ, অবসাদ
আর কষ্ট নিয়ে ঠিক কী বলছেন মনোবিদ
গার্গী দত্ত কুন্ডু? পুরো বিষয়টি নিয়ে খ
বরের ঘণ্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ
টিউব দেখুন।

জীবনে আনন্দ যেমন সবসময় স্থায়ী
হয় না, তেমনি কষ্টও চিরকাল এক
জায়গায় থাকে না। ভালো লাগার মুহূর্ত
অনেক সময়ই ক্ষণস্থায়ী হয়ে আসে।
অন্যদিকে, জীবনের দুঃখ-কষ্ট কখনও
কখনও দীর্ঘায়িত হয় এবং তা সামলানো
কঠিন হয়ে ওঠে।

কষ্টকে অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের
সঙ্গেও তুলনা করা যায়;ঢেউ আসে,
কিছুক্ষণ তীব্র থাকে, তারপর ধীরে ধীরে
সরে যায়। জীবনের কঠিন সময়ও
অনেকটা তেমনি।

পুজোর আবহে যখন চারপাশ
আনন্দ-উৎসবে মুখর, তখনও অনেকের
মন খারাপ থাকতে পারে। কেউ হয়তো
একাকিত্বে ভুগছেন, আবার কেউ
সাময়িক অবসাদ বা মানসিক চাপের
মধ্যে রয়েছেন।

এই বিষয়গুলি নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ কথা
বলেছেন শিলিগুড়ির বিধান রোড
নিবাসী দ্য মাইন্ড ক্লিনিকের বিশিষ্ট
মনোবিদ গার্গী দত্ত কুন্ডু। পুজোর সময়
মন খারাপ বা অবসাদ এলে কীভাবে
নিজেকে সামলানো যায়, কষ্টকে কীভাবে
দেখব;সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই রয়েছে
তাঁর বক্তব্য।

গার্গীদেবী কী বলছেন? জানতে খ
বরের ঘণ্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ
টিউবে পুরো ভিডিওটি দেখুন;খবরের
ঘণ্টার সঙ্গে।

ভুতনির বন্যাদুর্গতদের পাশে আনন্দমার্গের ত্রাণদল



নিজস্ব প্রতিবেদন : মালদার ভুতনি
এলাকায় ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত বহু
মানুষ। উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর ও
হিরানন্দপুরে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা।

দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণকাজে
এগিয়ে এসেছে আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল
রিলিফ টিম। শিলিগুড়ি থেকেও
ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ভুতনিতে পৌঁছে
গিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

বন্যাকবলিত মানুষের কাছে জরুরি
সাহায্য পৌঁছে দেওয়াই এখন তাঁদের
প্রধান লক্ষ্য। মালদার ভুতনি এলাকায়
বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দুর্গত
মানুষের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণ বিলির
উদ্যোগ নিয়েছে আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল
রিলিফ টিম। সংগঠনের সদস্যরা
শিলিগুড়ি থেকেও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে
ভুতনি এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন।
বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয়
ত্রাণসামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি তাঁদের
পাশে থাকা বার্তা দিচ্ছেন
স্বেচ্ছাসেবীরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ভুতনি থানার

অন্তর্গত উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর
ও হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়
ত্রাণকাজ চালানোর উদ্যোগ নেওয়া
হয়েছে। সংগঠনের তরফে স্থানীয়
প্রশাসনের কাছে পাঠানো চিঠিতে
জানানো হয়েছে, ওই তিনটি গ্রাম
পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের
তলায় রয়েছে। বহু জায়গায় রাস্তা সম্পূর্ণ
জলমগ্ন হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। চিঠিতে আরও
উল্লেখ করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত
তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে
এবং দুর্গত এলাকায় অত্যন্ত সংকটজনক
পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষদের
কাছে পৌঁছে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য
নৌকার ব্যবস্থা করার আবেদনও
জানিয়েছে সংগঠনটি। আনন্দমার্গ
ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের স্বেচ্ছাসেবী
অভিজিৎ দাস বলেন, এখানে বহু মানুষ
বন্যায় দুর্গত। এই কঠিন সময়ে তাঁদের
পাশে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

বন্যার্ত মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে
মানবিক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে
আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম।
দুর্গতদের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য
পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সংগঠনের এই
ত্রাণকাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানা
গিয়েছে।

শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, সংস্কৃতির রঙে পুরস্কার বিতরণী



আয়োজনের পাশাপাশি সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের পাশে থাকার বার্তা
দিল কালিবাড়ি সমিতি। শীঘ্রই শোভাযাত্রা সহ আরও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে
বলে জানানো হয়েছে। শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির শতবর্ষ
উদযাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো রবিবার কালিবাড়ি চত্বরে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত
ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির।
শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
পুরস্কার বিতরণীর পাশাপাশি ছিল সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন বহু মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ছিলেন আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সভাপতি সুমিত ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক
ভাস্কর বিশ্বাস সহ সমিতির অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্টজনেরা।

কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানান, শতবর্ষ উদযাপনকে
কেন্দ্র করে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা এবং নানা সেবামূলক উদ্যোগ। শীঘ্রই একটি শোভাযাত্রার
আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে শাড়ি ও বস্ত্র বিতরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা
শিবির এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মতো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির এই সৃজনশীল ও সেবামূলক উদ্যোগের প্রশংসা
করেন পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ। কালিবাড়ির শতবর্ষ উদযাপনকে ঘিরে নেওয়া
বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্ট সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালাও।
এদিনের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
অর্পিতা দে সরকার এবং সম্পা সোম।



উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

প্রকৃতি বাঁচলেই সার্থক

দুর্গাপূজো

শারদোৎসবের আনন্দে চারদিক যখন সেজে ওঠে, তখন আমাদের মনে আসে মা দুর্গার আরাধনা। কিন্তু সেই আরাধনার সঙ্গে যদি প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ না থাকে, তাহলে উৎসবের আসল অর্থই যেন কোথাও হারিয়ে যায়।

প্রকৃতি আমাদের মা। আর মা দুর্গা শক্তি, সুরক্ষা ও সৃষ্টির প্রতীক। তাই পরিবেশকে ভালোবেসে, প্রকৃতিকে রক্ষা করেই হওয়া উচিত দেবীর আরাধনা। পূজোর নামে রাষ্ট্র স্তা-ঘাট নোংরা করা, প্লাস্টিকের যথেষ্ট ব্যবহার, জলাশয় দূষিত করা কিংবা শব্দদূষণ বাড়িয়ে দেওয়া কখনই প্রকৃত অর্থে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা হতে পারে না।

আমরা যদি একদিকে মাকে ফুল দিয়ে পূজো করি, আর অন্যদিকে সেই ফুল, প্লাস্টিক ও আবর্জনা দিয়ে চারপাশের প্রকৃতিকে নোংরা করি, তাহলে সেই পূজোর মধ্যে বিরাট বৈপরীত্য থেকে যায়। এবারের দুর্গোৎসবে তাই আমাদের অঙ্গীকার হোক: পূজো হবে আনন্দের, কিন্তু পরিবেশবান্ধব। উৎসব হবে আলোর, কিন্তু প্রকৃতির ক্ষতি করে নয়। মা দুর্গার কাছে শক্তি চাই, আর সেই শক্তি দিয়েই রক্ষা করি আমাদের নদী, গাছপালা, মাটি, জল ও বাতাসকে। পরিবেশ ভালো থাকলেই মানুষের ভালো থাকা সম্ভব। আর প্রকৃতি ভালো থাকলেই সার্থক হবে আমাদের দুর্গাপূজো।



চটি-ফোস্কা থেকে ক্যাসেটের গান--কেমন ছিল সেই পূজো?



নিজস্ব প্রতিবেদন : পূজো মানেই কি শুধু মগুপ, প্রতিমা আর আজকের মোবাইল ক্যামেরা? একসময় নতুন চটি পরে পূজো দেখতে বেরিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়াটাও ছিল আনন্দেরই অংশ! পূজোর আগে প্রিয় শিল্পীর নতুন গান বেরোবে; রেকর্ড প্লেয়ার কিংবা ক্যাসেটের অপেক্ষায় থাকত গোটা পাড়া। মগুপে মগুপে বাজত সেই সময়ের জনপ্রিয় গান, আর তৈরি হতো আজীবনের স্মৃতি।

তাহলে কেমন ছিল সেই সেকালের পূজো, আর ডিজিটাল যুগের পূজোতেই বা কী বদলেছে? জানতে খবরের ঘন্টা ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউবে পুরো ভিডিওটি দেখুন। সময় বদলায়, বদলায় প্রযুক্তি, আর তার সঙ্গে বদলে যায় নতুন প্রজন্মের অভ্যাসও। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজোও সেই পরিবর্তনের সাক্ষী। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা শারদোৎসব আজও তার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এগিয়ে চলেছে। তবে সময়ের সঙ্গে পূজোর উদযাপনে যুক্ত হয়েছে মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির নতুন ছোঁয়া।

আজ পূজোর মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পুরনো পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু স্মৃতি আজও নস্টালজিয়ায় ভরিয়ে দেয় বহু মানুষকে। একসময় পূজো দেখতে বেরোনোর আগে নতুন চটি বা জুতো পরার আনন্দ ছিল আলাদা। সারাদিন মগুপে মগুপে ঘুরতে গিয়ে সেই নতুন জুতোর কারণে পায়ে ফোস্কা পড়লেও উৎসাহে কোনও ঘাটতি থাকত না।

শুধু পোশাক বা জুতোর স্মৃতিই নয়, পূজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল গানও। পূজোর মরশুমে কিংবদন্তি শিল্পীদের নতুন নতুন গানের রেকর্ড কিংবা ক্যাসেট প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতেন মানুষ। তারপর সেই গান বাজত মগুপে মগুপে। আমার পূজোর ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে, আহা কী দারুণ দেখতে; এরকম বহু জনপ্রিয় গান আজও ফিরিয়ে আনে সেই সোনালি সময়ের স্মৃতি।

সেকালের সেই পূজো, গান, আনন্দ এবং পারিবারিক স্মৃতির বাঁপি খুলে খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হয়েছেন শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ঐতিহ্যমণ্ডিত চ্যাটার্জী পরিবারের সদস্য সৌমিত্র চ্যাটার্জী। প্রয়াত চিকিৎসক ক্ষীরোদনাথ চ্যাটার্জী, যিনি ‘কালু ডাক্তার’ নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর ভাইপো সৌমিত্র চ্যাটার্জী এবং তাঁর পুত্র চিকিৎসক ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী তুলে ধরেছেন পূজোর নানা পুরনো স্মৃতি ও সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া শারদোৎসবের ছবি।

সেই স্মৃতির পাতায় ফিরে যেতে ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউবে পুরো ভিডিওটি দেখুন; খবরের ঘন্টার সঙ্গে।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

১০০ কেজি সোনার সাজে দেবী! শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনিতে পূজোর মহাচমক



নিজস্ব প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে প্রথমবার ১০০ কেজি সোনার অলংকারে সেজে উঠবেন দুর্গা-সহ পাঁচ দেবদেবী। ৬৪তম বর্ষে সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপূজোয় থাকছে নজরকাড়া আয়োজন। সেনকো গোল্ডের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে এই বিশেষ সোনার সাজ। বালুরঘাটের শিল্পীর মণ্ডপ ও চন্দননগরের আলোকসজ্জাও বাড়াবে পূজোর আকর্ষণ। স্থান বদলালেও চমক ও নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পূজো কমিটি।

উত্তরবঙ্গে দুর্গাপূজোর ইতিহাসে এবার এক অভিনব আয়োজনের সাক্ষী হতে চলেছে শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল কলোনি।

৬৪তম বর্ষে এই পূজোয় দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; পাঁচ দেবদেবীকে সাজানো হবে মোট ১০০ কেজি সোনার অলংকারে। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এই বিশেষ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন পূজো কমিটির কর্মকর্তারা।

প্রতি বছরই নতুন ভাবনা ও চমক নিয়ে হাজির হয় সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপূজো। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সেনকো গোল্ডের সহযোগিতায় তৈরি করা হচ্ছে ১০০ কেজি সোনার বিশেষ সাজ। এই বিপুল আয়োজনের পাশাপাশি এবারের মণ্ডপও

হতে চলেছে অন্যতম আকর্ষণ। বালুরঘাটের খ্যাতনামা শিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপসজ্জা। অন্যদিকে, চন্দননগরের শিল্পীদের নকশায় সাজবে পূজো প্রাঙ্গণের আলোকসজ্জা।

তবে এবছর পূজোর স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে উদ্যোক্তাদের। এতদিনের পূজোর জায়গায় রেলের উদ্যোগে ক্রিকেট মাঠ তৈরির কাজ চলছে। তাই পুরনো স্থান থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে নিউ জলপাইগুড়ি থানার এবং নিউ জলপাইগুড়ি রেলের অফিসের সংলগ্ন একটি মাঠে এবার পূজোর আয়োজন করা হচ্ছে। জায়গা বদল হলেও দর্শনার্থীদের আকর্ষণে কোনও ঘাটতি রাখতে চাইছে না কমিটি।

১০০ কেজি সোনার সাজে সজ্জিত প্রতিমা দেখতে বিপুল দর্শনার্থীর সমাগম হতে পারে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। সেই কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মণ্ডপের প্রায় আট ফুট আগে থেকেই ব্যারিকেড তৈরি করা হবে। গোটা পূজো প্রাঙ্গণ থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে। নিরাপত্তারক্ষী ও বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হবে। মণ্ডপের পিছনেও থাকবে পৃথক ব্যারিকেড। নির্দিষ্ট লাইন

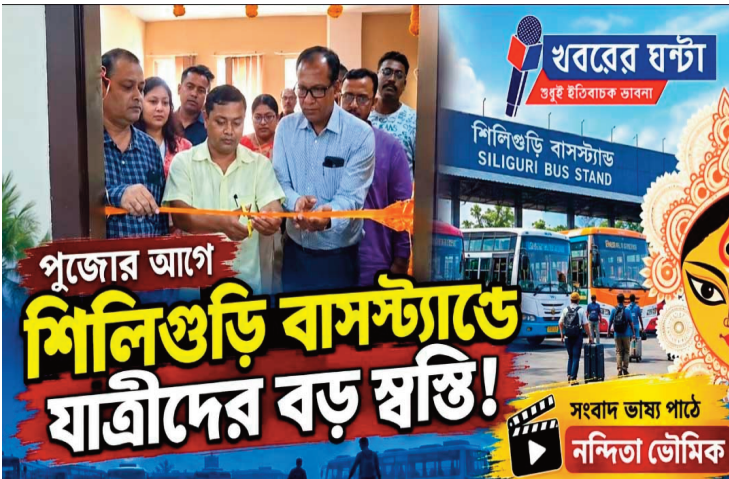
মেনেই দর্শনার্থীদের প্রতিমা দর্শন করতে হবে।

এদিকে, এই বিশেষ পূজোর উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাঁদের অনেকের কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। তবে এবারের পূজোর উদ্বোধক কে থাকছেন, তা এখনই প্রকাশ করতে নারাজ কমিটি। পূজোর প্রায় এক সপ্তাহ আগে উদ্বোধকের নাম ঘোষণা করা হবে। তৃতীয়ার দিন সন্ধ্যা ৬টায় পূজোর উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে।

১০০ কেজি সোনার অলংকারে সজ্জিত দেবী ও তাঁর চার সন্তানকে দেখার আগ্রহে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গজুড়ে তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল। পূজোর মরশুমে শহরে আসা পর্যটক এবং স্থানীয় দর্শনার্থীদের বড় অংশ এই পূজোয় ভিড় করবেন বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

সোনার সাজে দুর্গা ও তাঁর চার সন্তান, বালুরঘাটের শিল্পীর মণ্ডপ, চন্দননগরের আলোকসজ্জা এবং কড়া নিরাপত্তা; সব মিলিয়ে সেন্ট্রাল কলোনির ৬৪তম বর্ষের দুর্গাপূজো এবার উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে।

পূজোর আগে শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের বড় স্বস্তি!



নিজস্ব প্রতিবেদন : পূজোর আগেই যাত্রীদের জন্য একাধিক নতুন পরিষেবা চালু। শিলিগুড়ি জংশন বাসস্ট্যান্ডে উদ্বোধন হল পুরুষ ও মহিলা ডরমিটরি।

মাত্র ৩০০ টাকায় ১২ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ। নতুন ওয়েটিং লাউঞ্জে থাকছে টিভি ও মোবাইল চার্জিংয়ের সুবিধা।

পূজোয় এবার বাসে চেপে ঘোরা যাবে শহরের বিভিন্ন মণ্ডপও।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন উদ্যোগ

পূজোর মুখে শিলিগুড়ি জংশন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী পরিষেবায় যুক্ত হল একাধিক নতুন সুবিধা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার উদ্যোগে সোমবার সকালে বাসস্ট্যান্ডের দোতলায় উদ্বোধন করা হল মহিলা ও পুরুষ যাত্রীদের পৃথক ডরমিটরি। দূরদূরান্ত থেকে আসা

যাত্রীদের বিশ্রাম এবং প্রয়োজনে রাত্রিযাপনের সুবিধা দিতেই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

এদিন ১৪টি শয্যার জেন্টস ডরমিটরি, ৬টি শয্যার লেডিস ডরমিটরি এবং সংস্থার কর্মীদের জন্য ৪টি শয্যার স্টাফ ডরমিটরির উদ্বোধন হয়। সাধারণ যাত্রীদের জন্য মোট ২০টি বেডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মাত্র ৩০০ টাকা খরচে ১২ ঘণ্টার জন্য ডরমিটরি বুক করা যাবে। বাস টার্মিনাসে পৌঁছেই এই পরিষেবা নেওয়ার সুযোগ থাকছে বলে জানানো হয়েছে।

আধুনিক ওয়েটিং লাউঞ্জেও নানা সুবিধা ডরমিটরির পাশাপাশি এদিন উদ্বোধন করা হয় ২৯টি থ্রি-সিটার সোফা সম্বলিত একটি নতুন ওয়েটিং লাউঞ্জ। যাত্রীদের অপেক্ষার সময় স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সেখানে রাখা হয়েছে টেলিভিশন এবং মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়ার জন্য চার্জিং পয়েন্ট।

এছাড়াও চালু হয়েছে ভিআইপি লাউঞ্জ। সেখানে প্রতি ঘণ্টায় ২০ টাকা খরচে বসার সুবিধা পাবেন যাত্রীরা। পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হওয়া লাউঞ্জগুলির কয়েকটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করা হবে।

পুরনো দাবির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী তথা বিধায়ক আনন্দময় বর্মন জানান, শিলিগুড়ির এই বাস টার্মিনাস বহু পুরনো। দীর্ঘদিন ধরে যাত্রীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিষেবা চালুর দাবি জানানো হচ্ছিল। সব দাবি একসঙ্গে পূরণ করা সম্ভব না হলেও পূজোর আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই সাধারণ যাত্রীদের জন্য ১৪টি পুরুষ ও ৬টি মহিলা শয্যার ডরমিটরি চালু করা হল। মাত্র ৩০০ টাকায় ১২ ঘণ্টা এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা।

পূজো পরিক্রমাতেও বিশেষ আয়োজন

এদিকে পূজো উপলক্ষে ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার তরফে পূজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। এই পরিষেবায় থাকছে এসি এবং নন-এসি; দুই ধরনের বাস। যাত্রীদের বিভিন্ন পূজো মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

ডরমিটরি, আধুনিক ওয়েটিং লাউঞ্জ এবং পূজো পরিক্রমার মতো একাধিক পরিষেবা চালু হওয়ায় উৎসবের মরশুমে শিলিগুড়ি জংশন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সুর, ছন্দ ও কবিতায় জমজমাট ঐকতানের ১৪তম বর্ষ



নিজস্ব প্রতিবেদন : গান, কবিতা, নৃত্য ও শ্রুতিনাট্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ঐকতান মিউজিক্যাল গ্রুপের বার্ষিক অনুষ্ঠান। ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকদের মিলনমেলায় তৈরি হলো সাংস্কৃতিক আবহ। প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ও সভাপতির

ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা।

বিভিন্ন সংগীতগোষ্ঠী, কবি ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে মেতে ওঠে শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবন। কেক কাটার মধ্য দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্তি ঘটে ঐকতানের এই বিশেষ আয়োজনের। সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য ও শ্রুতিনাট্যের মনোজ্ঞ পরিবেশনায় জমজমাট হয়ে উঠল ঐকতান মিউজিক্যাল গ্রুপের ১৪তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। শিলিগুড়ির হিমাচল কলোনির শ্রমিক ভবনে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও সংগীতপ্রেমীরা।

সভাপতির ভাষণ এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনে অংশ নেন ঐকতান মিউজিক্যাল গ্রুপের সম্পাদিকা অর্চনা মিত্র। অনুষ্ঠানে ইসলামপুর থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বাশীষ পাল, তাছাড়া নীলরতন কাজিলাল, সজল গুহ, দীপ্তি মুখার্জি, পান্না দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগীতগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। সর্বাঙ্গী ব্যানার্জির ‘রক্তকরবী’ গ্রুপ, দেবশীষ ভট্টাচার্যের ‘উত্তরাপন’ গ্রুপ এবং তপন রায়ের ‘সারেঙ্গিয়া’ গ্রুপের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন।

কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যিক ও কবি নির্মলেন্দু দাস, কবি দীপ্তি মুখার্জি, অনিল সাহা, নারায়ণ সরকার, দিবাকর দাশগুপ্ত, আশীষ ঘোষ ও ধনঞ্জয় পাল। ফালাকাটা থেকে আগত কবি সুলেখা সরকার ও বেবি কাজিলালও তাঁদের কবিতা পরিবেশন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতশ্রী সরকার, শম্পা পাল, নন্দিনী ঘোষ, গোপা দাস, রুমকি মজুমদার, শুভা চৌধুরী, নবনীতা চক্রবর্তী, সুদীপ্তা দাস, মিতালী অধিকারী, তপন রায়, পার্থ সরকার সহ আরও অনেকে। তাঁদের সুরেলা পরিবেশনায় অনুষ্ঠানে সৃষ্টি হয় মনোরম আবহ।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শ্রুতিনাট্য পরিবেশনা। শ্রুতিনাট্যে অভিনয় করেন অর্চনা মিত্র, দেবশীষ ভট্টাচার্য, এ সরকার ও এস সরকার। তাঁদের পরিবেশনায় শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়। সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য ও অভিনয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে ঐকতানের ১৪তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে শেষে কেক কেটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

চার লেনের কাজ খতিয়ে দেখলেন রাজু বিস্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে জোরকদমে।

মাল্লাগুড়ি ও দার্জিলিং মোড় এলাকায় চার লেনের কাজ পরিদর্শন করলেন সাংসদ রাজু বিস্তা।

রেলওয়ে ওভারব্রিজের বর্তমান পরিস্থিতিও সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন তিনি। নির্মাণকাজের অগ্রগতি ও সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার-আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা। চার লেন ও ওভারব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হলে যানজট কমার আশায় স্থানীয়রা।

শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ মাল্লাগুড়ি ও দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় চার লেনের নির্মাণকাজ এবং রেলওয়ে ওভারব্রিজের পরিকাঠামো পরিদর্শন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন এলাকায় পৌঁছে নির্মীয়মাণ প্রকল্পগুলির বিভিন্ন দিক সরেজমিনে পর্যালোচনা করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন সাংসদ। চার লেনের

কাজ কতটা এগিয়েছে, রেলওয়ে ওভারব্রিজের বর্তমান অবস্থা কী এবং নির্মাণকাজে কোনও ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে কি না, সে বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে খোঁজ নেন তিনি।

এলাকার যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। নির্মাণকাজ যাতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলে এবং নির্ধারিত মান বজায় থাকে, তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন রাজু বিস্তা।

মাল্লাগুড়ি-দার্জিলিং মোড় শিলিগুড়ির অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। এই এলাকায় চার লেনের কাজ এবং রেলওয়ে ওভারব্রিজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পূর্ণ হলে যানজট অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

এদিনের পরিদর্শনে নির্মাণকাজের অগ্রগতি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন সাংসদ রাজু বিস্তা।